সারনাথ।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা; তখন মোগলসরাইয়ে গিয়াছিলাম, সময়টা ঠিক মনে নাই তবে বিদ্যালয়ের ছুটী থাকায় সেখানে গিয়াছিলাম। মোগল-সরাই হইতে সাত মাইল দূরে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কাশী, ইহার আরও কয়েক মাইল দূরে সারনাথ। কাশীতে বহুবার গিয়াছি, কিন্তু সারনাথে কখনও যাই নাই; সুতরাং সে বার সারনাথ যাইবার খুবই ইচ্ছা হইল।

ঘটনাটি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের, তখন আমি মাত্র দ্বাদশবর্ষের বালক সুতরাং যথাযথ বিবরণ সম্পূর্ণ মনে নাই; কিন্তু তথাপি বিবরণটি একবার না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি চিরদিন ভ্রমণ-প্রিয়, দেশবিদেশের নূতন দৃশ্য ও আশ্চর্য্যজনক জিনিষগুলি আমার হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় কৌতূহল ও আনন্দের সঞ্চার করিতে থাকে; তাই এই ক্ষুদ্র বিবরণ বর্ণনকালে আবার নূতন করিয়া যে একবার সারনাথের দৃশ্য উপভোগ করিতে পারিব তাহা আমার নিকট বাস্তবিকই লোভনীয়।

* * * *

সকালবেলা পৌনে দশটার গাড়িতে উঠিলাম। অল্পক্ষণমধ্যে ট্রেণখানি গঙ্গার সেতুর উপর আসিয়া পড়িল; নিম্নে স্বচ্ছ-তোয়া উত্তরবাহিনী গঙ্গা, তীরে সোপানশ্রেণী বিলম্বিত হর্ম্ম্যাবলী-পরিশোভিত কাশী। সেতু পার হইয়াই গাড়ী ষ্টেসনে থামিল, এখানে যাত্রীদের উঠা নামার পর আবার ট্রেণ চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম, এখানে 'ও এণ্ড আর' রেলপথ পরিত্যাগ করিলাম। 'ও আর আর ষ্টেসনের পশ্চাৎদ্দিকেই 'বি এন ডব্লিউ আর' এর প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছিল, আমরা তাহাতে বসিলাম। 'বি, এন, ডব্লিউ, আর' এর গাড়ি আমি কখনও দেখি নাই, এই প্রথম; গাড়িগুলি ই, আই, আর, প্রভৃতির গাড়ির ন্যায় বৃহদায়তন নহে অথচ মার্টিন কোম্পানীর গাড়ির ন্যায় ক্ষুদ্রও নহে, ইহার মাঝামাঝি, লাইনও তদ্রূপ। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল, তখন বুঝিতে পারিলাম ইহার গতিও এইরূপ মাঝামাঝি রকমের।

'ও আর আর' লাইনের দুপাশে ফাঁকা মাঠ, কিন্তু এ লাইনের প্রারম্ভ হইতেই উভয়পার্শ্বে ঘন গাছপালার শ্রেণী, বন বলিয়া লোকের ভুল হয়। আমরা যে পথে যাইতেছিলাম তাহা শাখা পথ, ইহার নাম 'ভাটনি-বেনারস শাখা'। ক্যাণ্টনমেণ্ট ছাড়িয়া গাড়ি মাঝে বেনারস সিটি ষ্টেসনে থামিল, চেকার আসিয়া আমাদের টিকিট পরীক্ষা করিয়া গেল। তারপর ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, বেলা প্রায় ১২টার সময় সারনাথ ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম।

ক্ষুদ্র ষ্টেসনের পশ্চাৎ হইতেই লোহিত কঙ্করময় পথটি বাঁকিয়া গিয়াছে, দ্বিপ্রহর বেলায় কিরণমালী মাথার উপর প্রচণ্ড অনল বর্ষণ করিতেছিল, পথের দুধারে খালি মাঠ, মাঝে মাঝে দূরে দুই একটা ক্ষুদ্র গ্রাম রৌদ্রে খাঁ খাঁ করিতেছিল, নিসাড় দুপুরে একটী প্রাণীরও সাড় পাওয়া যাইতেছিল না। আমি আমার এক মাতুলের সহিত আসিয়াছিলাম, রৌদ্রতাপে বেশ কষ্ট হইতেছিল, রাস্তার বড় বড় কঙ্করগুলা চক্ চক্ করিতেছিল, তথাপি আমাদের উৎসাহের অন্ত ছিল না, মনে হইল বাস্তবিকই যেন আমরা 'কর্ম্মভূমির তপ্ত-শিলার' উপর দিয়াই অভিযান করিতেছি। অর্দ্ধ মাইলের কিছু অধিক গিয়া দেখিলাম পথের ধারে একটী ছোট পাহাড়ের উপর কি একটা ভগ্নপ্রায় স্তম্ভ রহিয়াছে, আমরা তাহা অতিক্রম করিয়া চলিলাম। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মিউসিয়ম গৃহ দৃষ্টিগোচর হইল।

পথের ধারে ক্ষুদ্র ফটকটি, মধ্যে পথ চলিয়া গিয়াছে, পথের দুধারে দুইখণ্ড জমি, সম্মুখে যাদুঘর। আমরা মিউসিয়ম গৃহে প্রবেশ করিলাম। ইহা কলিকাতা মিউসিয়ম গৃহ অপেক্ষা অনেক ছোট, একতলা, কেবল দুই ভাগে বিভক্ত। সম্মুখের ভাগটিতে বৌদ্ধযুগের বিবিধ প্রকারের ক্ষুদ্র বৃহৎ মৃৎপাত্র রহিয়াছে, উহারা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে, এবং এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের অনেকগুলি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। কতকগুলি কলসী দেখিলাম, উহারা অনেকটা আধুনিক মটকীর ন্যায় দেখিতে, কিন্তু আয়তনে তদপেক্ষা বৃহৎ ও তাহাদের মৃণ্ময় গাত্র এখনকার মটকী অপেক্ষাও পুরু। কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধদেবের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন মূর্ত্তি, কতকগুলি নর্ত্তক নর্ত্তকীর মূর্ত্তিও ছিল, এতদ্ভিন্ন একটী সিংহমূর্ত্তি ছিল। ইহার সৌন্দর্য্য সমস্ত ভাস্কর্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চারিটি সিংহ চারিদিকে মুখ করিয়া পরস্পর পৃষ্ঠসংলগ্ন হইয়া উপবেশন করিয়া ছিল, ইহারা কবে, কোন্ অতীত যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল কিন্তু ইহাদের গাত্রে যে মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মূর্ত্তিগুলিকে নব নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয়, সিংহমূর্ত্তিগুলির দুই একটীর নাসিকা ও পদের কয়েকটী স্থান বোধ হয় ভূগর্ভ হইতে উত্তোলনকালে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

আমরা প্রথম ভাগ দেখিয়া দ্বিতীয় অংশটি দেখিতে লাগিলাম। এখানে কতকগুলি কাচের 'শো-কেশে' মোগলযুগের হস্তলিপি, অস্ত্রশস্ত্রাদি রহিয়াছে। এখানেও কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম, তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের জন্ম বিষয়ক ক্ষোদিত পাষাণ চিত্রই প্রধান। এইগুলি দেখিয়া আমরা পুনরায় প্রথম কক্ষটিতে উপস্থিত হইলাম। একটী বিস্তৃত টেবিলের উপর কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া ছিল। আমরা একখানি লইয়া দেখিতে লাগিলাম। ইহাতে কাশী ও সারনাথের দর্শনীয় স্থান ও পদার্থগুলির চিত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ

আছে। ইহাতে দেখিলাম আমাদের 'পথের ধারে দৃষ্ট স্তম্ভটীর নাম 'Humayun's tomb'। হুমায়ুনের সম্পর্কিত স্তম্ভ এখানে কেন যে আসিল তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না সুতরাং ঐতিহাসিকদের উপর তাহা নির্ণয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

যাদুঘরের নিকটেই বিখ্যাত সারনাথ স্তূপ, আমাদের যথেষ্ট সময় থাকায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে দেখিবার আশায় তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিলাম। এবার আর পথ অবলম্বন করি নাই, মাঠের উপর দিয়া চলিতেছিলাম। সারনাথ স্থানটী অনেকেই সহর মনে করিবেন কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম; এখানে সহরের কোন চিহ্ন নাই, যাদুঘরের আশে পাশে নিকটে কোন গ্রাম পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মাঠের অনেক স্থানে খননকার্য্য চলিতেছিল, এই ক্ষেত্রসমূহ হইতে প্রাচীন সারনাথের যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাইতেছে তাহাই পূর্ব্বোক্ত যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে, তাই এই মাঠের মধ্যস্থলে মিউসিয়ম গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমরা মাঠ অতিক্রম করিয়া ঘন-বৃক্ষশ্রেণী-বেষ্টিত একটি ছায়ানিবিড় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই বরুণা নদী ঠিক আনন্দমঠে বর্ণিত ক্ষুদ্র নদীটিরই মত, কেবল স্রোতোহীন। বরুণাকে এখানে 'বর্‌ণা' বলে, নদীটির প্রসার ৭।৮ হাতের অধিক হইবে না। বর্‌ণার স্বচ্ছ জলে বহুদূর পর্য্যন্ত সূর্য্যের রেখাপাত দৃষ্ট হয় না, তরুশ্রেণী উভয় তীরে শাখ প্র শাখা বিস্তৃত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ছায়াকুঞ্জ রচনা করিয়াছে। বাহিরে রৌদ্রদগ্ধ জগৎ খাঁ খাঁ করিতেছে, জনপ্রাণীর সাড়া নাই, কিন্তু বর্‌ণার তীরে এখানে ওখানে কতকগুলি বক চরিয়া বেড়াইতেছে, গাছ হইতে দুই একটা পাখী ডাকিতেছে। বর্‌ণার বক্ষ পাণিফলের লতায় ভরিয়া গিয়াছে, কোথাও কোথাও একেবারে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত জলরেখা দেখা যায় না। আমরা মুখ হাত ধুইয়া একটী শিলাতলে উপবেশন করিলাম। একটি লোক পাণিফল তুলিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম নিকটবর্ত্তী কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত পাণিফলের লতাগুলি তাহার, তখন তাহার নিকট হইতে তিন পয়সা দিয়া তিন পোয়া পাণিফল কিনিয়া খাইতে আরম্ভ করিলাম। পাণিফলকে এখানে 'সিঙ্‌হাড়া' বলে। আমরা কলিকাতার ছয় আনা সেরের 'ভাল কচি পাণিফল' চারি পয়সা সেরের সিঙ্‌হাড়ায় পাইয়া সেখানে উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা পুনরায় বাহির হইলাম। তখন রৌদ্রের তেজ কিছু কমিয়াছে। সেই মাঠে আসিয়া পড়িলাম, প্রথম দৃষ্টিতে মাঠটিকে ইষ্টকক্ষেত্র বা তাহা ভ্রম হয়, কিন্তু তাহাতে ইষ্টক প্রস্তুত-করণের কোন চিহ্ন নাই: মাঠটীর বহুস্থান খনিত হইয়াছে, এই সকল স্থান হইতে যে পদার্থগুলি

উত্তোলিত হইয়াছে তাহা সমস্ত যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে অসমাপ্ত খননকার্য্যের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম, ভূগর্ভে গৃহাদির স্তম্ভের অংশ বিশেষ দুই একটী দেখা যাইতে লাগিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে এই স্থানেই প্রাচীন বৌদ্ধবিহার সারনাথ ধাম ভূগর্ভে সমাধিত হইয়াছে। এই খননক্ষেত্র দেখিতে সুপ্রাচীন বৌদ্ধযুগের কথা মনে পড়িল, যদিও আমি তখন বালক মাত্র তথাপি আমি হৃদয়ে কি একটা অব্যক্ত বেদনাউল্লাস-মিশ্রিত কৌতুকাবেগ অনুভব করিতে লাগিলাম।

মাঠের একটী পাশে অশোক স্তম্ভ, পূর্ণ স্তম্ভটী চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ, তাহা এক্ষণে ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যেটি দাঁড়াইয়া আছে তাহাও কালের প্রভাবে বহুদূর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে, স্তম্ভের গাত্রে কি লেখা ছিল, বোধ হয় তাহা বৌদ্ধ অনুশাসনলিপি, পড়িতে পারিলাম না। সুদীর্ঘ স্তম্ভটী আজও পূর্ব্বের মত মসৃণ রহিয়াছে, আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে যুগে বর্ত্তমান কালের ন্যায় এত উন্নত ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা ছিল না, বকযন্ত্র ছিল না সেই যুগে কেমন করিয়া এই দীর্ঘ পাষাণ স্তম্ভটী এস্থানে প্রোথিত হইল। এক্ষণে স্তম্ভটীর প্রোথিতাংশ রেলিং দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উপরে একটী ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমরা তাহার পর স্তূপটী দেখিতে গেলাম। বিরাট স্তূপের নিম্নে দাঁড়াইয়া তাহা আরও বিশাল বলিয়া বোধ হইল, স্তূপটী বরাবর একটী মন্দিরের আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন ইষ্টকে নির্ম্মিত হইয়াছে, অবশ্য শীর্ষদেশে কোন প্রকার লিঙ্গ বা চূড়া নাই। স্তূপটীর মধ্যে মধ্যে চূণ-বালির আবরণ খসিয়া গিয়াছে, ইষ্টক বাহির হইয়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে লতাগুল্মাদি জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কোথাও কোথাও আবার ফাট ধরিয়াছে। স্তূপটীর আগাগোড়া কোথাও কোন প্রকার প্রবেশ দ্বার নাই।

আমরা স্তূপ দেখিয়া পথে আসিয়া পড়িলাম, কিছুক্ষণ হাঁটিয়া পূর্ব্বকথিত হুমায়ুনের স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের গা বহিয়া একটী পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্তম্ভের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছে, আমরা সেইস্থানে স্তম্ভগাত্রে একটী প্রবেশ পথ দেখিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না, অন্ধকার অভ্যস্ত হইয়া আসিলে দেখিলাম স্তম্ভটীর তলে একটী বৃহৎ গোল ছিদ্র, তাহা সম্পূর্ণ বেষ্টনীবিহীন, নিম্নে বিরাট আঁধার গহ্বর, তাহার মধ্য হইতে সামান্য আলোক বোধ হয় কোথাও পাহাড়ের ছিদ্র দিয়া আসিতেছিল, তাহাতে দেখিলাম পাহাড়টী বরাবর ফাঁপা। এ ভীষণ স্তম্ভ যে কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, মনে হইল বোধ হয় তখন গুরুতর অপরাধীদের বহু নিম্নে অই গভীর আঁধারের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন লোককে খুন করিয়া

ফেলিয়া দিলে শতবর্ষেও তাহার সন্ধান মিলিবে না। বলা বাহুল্য, স্তম্ভটীর কোন উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হইল না, ইহাকে দেখিয়া সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে ইতিহাসে পঠিত সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপ হত্যার কথাই বার বার মনে হইতেছিল। স্তম্ভ, ও ফাঁপা প্রস্তর স্তূপটীর অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়াছে যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভূমিসাৎ হইবে বোধ হইল।

আমরা স্তূপটীর বাহিরে আসিতেই দেখি প্রায় দুই মাইল দূরে একখানি ট্রেণ পশ্চিমাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে, আমরা তখনই দ্রুতবেগে, শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিয়া সুদক্ষ পর্ব্বতচারী ছাগের ন্যায় প্রস্তরস্তূপ হইতে নামিয়া ষ্টেসনাভিমুখে ছুটিতে লাগিলাম। বহুকষ্টে কখনও দৌড়াইয়া কখনও দ্রুত হাঁটিয়া ট্রেণ পৌছিবার দু'তিন মিনিট পরে ষ্টেসনে পৌছিলাম। কোনরূপে তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া গাড়িতে বসিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, দ্বিপ্রহরের দীপ্ত সূর্য্যের মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছে, আমাদের গাড়ি প্রান্তর পার হইয়া গাছপালার মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিল। এখন মনে হইতে লাগিল যেন এতক্ষণ একটা স্বপ্নরাজ্যের ভিতর ছিলাম, এইবার বাস্তবরাজ্যে চলিয়াছি, এবং গাড়িখানা সেই বাস্তবরাজ্যের বাহন। বাস্তবিক, এতক্ষণ যাহা কিছু দেখিলাম তাহাতে একটু প্রাণের আভাস আছে কি? এতক্ষণ খুব-সমারোহ সহকারে একটা বিরাট সমাধি-ক্ষেত্রের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। কোথায় সেই প্রাচীন বৌদ্ধ সারনাথ, কোথায় তার কীর্ত্তি, কোথায় তার হর্ম্ম্যাবলী, আর কোথায়ই বা সে হর্ম্ম্যাবলীর প্রাণস্পন্দন অধিবাসিবৃন্দ? কোথায় সেই বৌদ্ধ জয়কীর্ত্তন-নিনাদ? মনে হইল যেন সমাধি ভেদ করিয়া, অতীতের চাপা দেওয়া মৃত্তিকারাশি ভেদ করিয়া কিসের একটা শব্দ ক্ষীণস্বরে কাণে আসিতেছে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—কে যেন গম্ভীরস্বরে গাহিতেছে আর মনে হইতেছে কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

শ্রীহৃষীকেশ আঢ্য।
১ম বার্ষিক শ্রেণী; 'ক' বিভাগ।
বঙ্গবাসী কলেজ।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৩।